কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে কমলা-হারুন মেধাবৃত্তি সংগঠন আয়োজিত বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, ল্যাপটপ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

গতকাল শনিবার সকালে মেগাটেক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সোনিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব একেএম টিপু সুলতান, বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জোবায়ের হোসেন চৌধুরী ও মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব টিপু সুলতান বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তাই শিক্ষার বিকল্প নেই। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আলোকিত মানুষ ও সমাজ গড়তে হবে। দেশের অগ্রগতি-উন্নয়ন ত¦রান্বিত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আইলচারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, পোড়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক কামরুন নাহার, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোতালেব হোসেন, মেগাটেক ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

সভা শেষে বৃত্তিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্তরের এক ছাত্র ও প্রাথমিক স্তরের এক ছাত্রকে দুটি ল্যাপটপ ও অংশগ্রহণকারী অপর ৩০ জন শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ভাস্কর্য ভাঙায় অভিযুক্ত

যুবলীগ সভাপতি বহিষ্কার

কুষ্টিয়ার বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙায় জড়িত থাকার অভিযোগে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনিচুর রহমান আনিচকে।

গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলা যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক মনোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অপরাধে কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনিচুর রহমান আনিচকে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মনির হাসান রিন্টু বলেন, যুবলীগ কোনো রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকতে পারে না। ব্যাপারটি ক্ষতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর, ৩ যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) তানভীর আরাফাত।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, কয়া মহাবিদ্যালয়ের কমিটি নিয়ে বর্তমান সভাপতির সঙ্গে স্থানীয় একটি গ্রুপের দ্বন্দ্ব চলছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (১৭ ডিসেম্বর) রাত

১টার সময় কয়া ইউনিয়নের যুবলীগ সভাপতি আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে চারজন মিলে বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর করে। বাঘা যতীনের ভাস্কর্যের নাক ও ডান গালের কিছু অংশ ক্ষতবিক্ষত করে।নৈশপ্রহরী খলিলুর রহমান এটি দেখে ফেলেন এবং পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে এ কথা জানান তিনি।

বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে শনিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনিসসহ সংগঠননের সদস্য সবুজ হোসেন (২০) ও হৃদয় আহমেদ (২০) কে গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক শাহীনুর ওরফে বাচ্চু নামের আরেকজন এখনো পলাতক রয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

এর আগে ভাঙচুরের ঘটনায় কুমারখালী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছেন কয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হারুন উর রশিদ।

প্রসঙ্গত, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন বিপ্লবী বাঘা যতীন।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালিসহ ভারতবর্ষের সব জাতিসত্তার স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল এক সূত্রে গাঁথা। প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের বিতাড়ন করা। আর ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন, যাদের আত্মদান ইংরেজ শাসকদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে, তাদের অন্যতম বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যিনি ‘বাঘা যতীন’ নামে বেশি পরিচিত। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা, অপরিসীম সাহস ও শৌর্যবীর্য তাকে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে।

কুষ্টিয়ার ৪ টি পৌরসভার প্রার্থী নাম ঘোষণা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কুষ্টিয়া জেলা থেকে মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ার ৪ টি পৌরসভার আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণা

করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে মেয়র প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করেন।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতা আনোয়ার আলী, ভেড়ামারা পৌরসভার আলহাজ্ব শামিমুল ইসলাম ছানা, মিরপুর পৌরসভার আলহাজ্ব এনামুল হক ও কুমারখালি পৌরসভার শামছুজ্জামান অরুনকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিশ্চিত করা হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কুষ্টিয়া জেলা থেকে মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী কুষ্টিয়া পৌরসভার মোঃ বশিরুল আলম চাঁদ, কুমারখালী পৌরসভার আনিসুর রহমান, ভেড়ামারা পৌরসভার মোঃ শামিম রেজা ও মিরপুর পৌরসভার মোঃ আবজাল হোসেনকে মনোনীত করেছে।

পোড়াদহ ইউপি নির্বাচনে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে পলাশ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ৯ নং পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে অন্য প্রার্থীদের চেয়ে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে রয়েছেন এক সময়ের চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম লিয়াকত আলীর ছেলে বেনজীর আহমেদ পলাশ।

ইউনিয়নের বাসিন্দারা বলছেন- ক্লিন ইমেজের জন্য স্থানীয় মানুষের কাছে তুমুল জনপ্রিয় তিনি। তার বাবা যখন দুই বারের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন অনেক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড করেছে। পাশাপাশি তিনি সে সময় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার সুবাদে কৃষক-শ্রমিক-জনতার

জন্য অনেক কাজ করে মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত ছিলেন।

বেনজির আহমেদ পলাশ মিরপুর উপজেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘদিন রাজনীতি করলেও কারও সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্বে না জড়ানোয় সকলের পছন্দের প্রার্থী তিনি। বরং সবাইকে নিয়ে ইউনিয়নের উন্নয়নে বাবার পথ ধরেই দীর্ঘদিন ধরে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দলমত নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বেনজীর আহমেদ পলাশের। এলাকার মানুষের বিপদে পাশে থাকায় সবাই তাকে পছন্দ করেন। এলাকার মানুষই তাকে নির্বাচনে অংশ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। ফলে সুষ্ঠু ভোট হলে পলাশ বিজয়ী হবেন বলে বিশ্বাস করেন তারা।

ইউপি নির্বাচন নিয়ে চেয়ারম্যান প্রার্থী বেনজির আহমেদ পলাশ বলেন, আমি দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় মানুষের সমস্যাগুলো প্রত্যক্ষ করেছি।

সেগুলো সমাধানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কীভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়েও ধারনা পেয়েছি। নির্বাচিত হলে আমি পোড়াদহ বাসীকে একটি আধুনিক ও মডেল ইউনিয়ন উপহার দিতে চাই।

তিনি আরও বলেন, ইউনিয়নে অনেক সেবা আছে, যেগুলো স্থানীয় মানুষ জানেন না। ঠিকঠাক সেগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিলে তারা স্বাবলম্বী হতে পারবেন। আমি সেই সেবাগুলো তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাই।

তবে তিনি বলেন, কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি কল্যাণে কুষ্টিয়ায় যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে অবশ্যই দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি দলীয় প্রতীকে সকলকে সাথে নিয়ে নির্বাচন করবো।

বিজয় দিবসে ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন: জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন না করাসহ ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন করায় ৬০ হাজার ৫ শ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার বিজয় দিবসের দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুমারখালি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুহায়মিনুল আল জিহান।

ইউএনও রাজিবুল ইসলাম খান জানান, মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে কুমারখালি উপজেলায় প্রস্তুতি সভায় বারবার তাগাদা দেয়া, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে বারবার বৈঠক, বারবার মাইকিং করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য নির্দেশনা দেওয়ার

পরেও গতকাল সকাল হতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন মনিটরিং উপ-কমিটির অভিযান চালিয়ে দেখে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পতাকা উত্তোলন করেনি এবং কিছু প্রতিষ্ঠানে ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন করায় ৬০ টি মামলায় ৬০ হাজার ৫শ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও ভবিষ্যতে আর এমন হবে না মর্মে মুচলেকা নেওয়া হয়।

বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে স্বাবলম্বী কুষ্টিয়ার মামুন

পড়াশোনা শেষ করে চাকরির আশা না করে মধুর বাণিজ্যিক চাষের দিকেই মনোযোগ দেন মামুন। তিনি এখন বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে ভাগ্যবদল করতে পেরেছেন নিজের ও তার পরিবারের।

‘শখের বশেই ১৯৯৭ সালে দুই হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে মাত্র চারটি মধুর বাক্স কিনে সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহ শুরু করে বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন খামারি মামুন-অর-রশিদ। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের গেটপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে মামুনকে এখন সবাই ‘মধু মামুন’ নামে ডাকেন।

কারিগরি কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই ১৯৯৭ সালে মাত্র ৪টি মধুর বাক্স নিয়ে শুরু হয় মধু মামুনের পথচলা। এখন তার খামারে দুই শতাধিক মধুর বাক্স রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটির মূল্য ৭/৮ হাজার টাকা।

বছরে ৯/১০ টন করে মধু উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ায়ও রফতানি করেন।

সরেজমিনে গেলে ধুবাইল মাঠের খামারে কর্মরত মামুন বলেন, ‘শখের বসেই ১৯৯৭ সালে ২ হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে মাত্র ৪টি মধুর বাক্স কিনে সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহ শুরু করি। ১৯৯৮ সালে মাস্টার্স পাস করলেও চাকরির আশা না করে মধুর বাণিজ্যিক চাষ করে আসছি’।

‘বর্তমানে আমার মধু খামারে ৮ জন কর্মচারী সারা বছরই মধু উৎপাদন করেন। ২০১৫-১৬ বছরে ৯ টন ও ২০১৬-২০১৭ বছরে ১০ টন মধু পেয়েছি। এ বছরও একই পরিমাণ পাওয়ার আশা করছি’।

তিনি আরো বলেন, ‘কুষ্টিয়ার মিরপুর ও সদরের বিত্তিপাড়া, নাটোরের গুরুদাসপুর ও চলনবিল, শরীয়তপুর, মাদারীপুরসহ বিভিন্ন স্থানের খামারের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করি। নভেম্বর থেকে কুষ্টিয়ার মিরপুর ও বিত্তিপাড়া এবং নাটোরের চলনবিলের সরিষা ফুলের মধু, এরপর কালজিরা ফুলের মধু এবং সবশেষে শরীয়তপুরের কালজিরার মধু ও নাটোরের গুরুদাসপুরের লিচু ফুলের মধু সংগ্রহ করি’।

এ বছর মামুন এ মাঠে ২০টি বাক্সের মধুর খামার করেছেন। তার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১ হাজার ৫০০ কেজি। মামুন বলেন, ‘গত বছর খামার থেকেই এবং বিভিন্ন জেলা-উপজেলা ও কোম্পানির কাছে ৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছি। আমার খামার থেকে মধু অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়। বেশিরভাগ কোম্পানিই স্বল্পমূল্যে মধু কিনে নিয়ে তাতে কেমিক্যাল মিশিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে।

‘গাছি সংগ্রহকারীরা মৌচাকে চাপ দিয়ে সংগ্রহ করেন। এতে মধুর গুণাগুণ ৪০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। আর আমার খামারে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস দিয়ে সংগ্রহ করি। এতে আমাদের মধুর গুণাগুণ

অক্ষুণ্ন থাকে’।

‘সরকারিভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা হলে আমরা মৌ খামারিরা আরো বেশি লাভবান হতে পারবো’- বলেন মামুন।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, উপজেলার মডেল মৌ-খামারি মামুন মধুর চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তার সাফল্য দেখে আরও অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। তিনি বলেন, আমরা সরকারীভাবে মৌ-বক্স বিতরণ করেছি এবং গেলো বছর তার মৌমাছি ও মধু আনায়নের জন্য কৃষি অফিস থেকে ভর্তুকিতে পিকআপ দিয়েছি। সরকারিভাবে মধু কেনার ব্যবস্থা হলে মৌ খামারিরা আরো লাভবান হবেন বলে মনে করেন তিনিও।

ইবি কর্মকর্তাদের দু’গ্রুপে সংঘর্ষ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কর্মকর্তাদের দু’গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক ও সাংবাদিক লাঞ্চিত হয়েছেন। এছাড়া শ্রদ্ধাঞ্জলির পুষ্পমাল্য ভেঙে পায়ে মাড়ানোরও অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে ক্যাম্পাসের মুক্ত বাংলা চত্ত্বরে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা ঘটনার পরপরই নিজেদের ভুল স্বীকার করে সাংবাদিকদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ক্যাম্পাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মারক ভাস্কর্য ‘মুক্ত বাংলা’য় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ নিয়ে কর্মকর্তাদের দুটি পক্ষ বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরে তা মারামারিতে রূপ নেয়। এসময় তাদের হাতে বাঁশ ও লাঠি দেখা যায়।

কর্মকর্তা সমিতির সদস্যরা একপর্যায়ে কর্মকর্তা এসোসিয়েশনের

সদস্যের ধাওয়া করে প্রধান ফটক পার করে দিয়ে আসেন। এসময় ছবি তুলতে গেলে কয়েকজন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেন।

এর আগে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ একে একে শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরে সকাল পৌনে ১১টার দিকে কর্মকর্তা সমিতি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন গড়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কয়েকজন কর্মকর্তা ফুল দিতে গেলে কর্মকর্তা সমিতির সদস্যরা বাধা দেন।

কর্মকর্তা সমিতির অভিযোগ অফিসার্স ইউনিটির কর্মকর্তারা জুতা নিয়ে বেদিতে ফুল দেন। এসময় তারা বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে কর্মকর্তা সমিতির ধাওয়া খেয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে অফিসার্স ইউনিটের কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র বর্মণ বলেন, ‘আমার ২২ বছরের শিক্ষকতা জীবনে কখনো এমন ঘটনার সৃষ্টি হয়নি। এ ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রত্যাশিত।’

এদিকে, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কমকর্তাদের এমন মারামারি ও পুষ্পমাল্য ভেঙে পায়ে মাড়ানোর ঘটনায় নিন্দার ঝড় বইছে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ছাত্রসংগঠন এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ঘটনাটিকে ইবির ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সরব হয়েছেন সাবেক-বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সুত্র:- নয়া দিগন্ত

কুষ্টিয়ার দুর্বাচারায় বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রামে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ।

দুর্বাচারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত শহীদদের

কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনসহ সর্বস্তরের জনগণ।

১৯৭১ সালে বংশীতলা যুদ্ধে যারা শহীদ হন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে সমাহিত করা হয় দুর্বাচারা স্কুল প্রাঙ্গনে। পরবর্তীতে এখানে সরকারের তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছে স্মৃতি কমপ্লেক্স।

প্রতি বছর দুর্বাচারায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারীভাবে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

সকালে শহীদদের কমপ্লেক্সে শ্রদ্ধা জানান কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, উজানগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন মোল্লা, উজানগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা সাবু-বিন-ইসলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার অফিসার ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমান, কুষ্টিয়া সদরের উপজেলা শিক্ষা অফিসার সিরাজুম মনিরা, সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মোশারফ হোসেন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী।

এছাড়া শ্রদ্ধা জানান শহীদ পরিবারের সদস্য ও সাধারণ জনগণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার রয়েছে গৌরবময় অবদান। মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়ার প্রত্যনত্ম গ্রামাঞ্চলের মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধে। তেমনি এক জনপদ ঐতিহ্যবাহী দুর্বাচারা। কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী এই গ্রামের যুবকরা দেশমাত্রিকার জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে অংশ নেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কুষ্টিয়ার বংশীতলার যুদ্ধ ছিল অন্যতম। যুদ্ধস্থান হওয়ায় সবসময় বংশীতলা আলোচিত হয়েছে বেশি। কিন্তু এর পেছনে ছিল দুর্বাচারা অঞ্চলের যুবকদের অবিস্মরণীয় কীর্তি। মূলত ওই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ যোদ্ধাদের নিয়েই বংশীতলা যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ওই সময় বংশীতলা যুদ্ধের সমসত্ম কর্মকা- পরিচালিত হয়েছে দুর্বাচারা থেকে।

৫ সেপ্টে¤॥^র যুদ্ধের দিন পাক সেনারা বংশীতলা মোড়ে অবস্থান নিলে দুর্বাচারা থেকে পাল্টা আক্রমণে যান মুক্তিসেনারা। ওই যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আবুল কাশেম। তবে ৫

সেপ্টেম্বর সেখানে সামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এতে ১১ জন শহীদ হন এবং ২০/২৫ জন আহত হন। নিহতদের পাঁচজনকে দুর্বাচারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দাফন করা হয় এবং বাকিদের বিভিন্ন জায়গায় বিৰিপ্তভাবে সমাহিত করা হয়।

এরমধ্যে একজনকে কমলাপুর ফুটবল মাঠের পাশে দাফন করা হয়। ৫ সেপ্টেম্বরের ওই যুদ্ধে ১১ জন শহীদ হলেও দুর্বাচারায় ছয়জনকে পাশাপাশি সমাহিত করা হয়। তাঁরা হলেনÑতাজুল ইসলাম, দিদার আলী (বীর প্রতীক), ইয়াকুব আলী, সাবান আলী, আব্দুল মান্নান ও শহিদুল ইসলাম। বাকিদের বিভিন্ন জায়গায় দাফন করা হয়। আর শহিদুল ইসলাম শহীদ হন ৬ ডিসেম্বর করিমপুরের যুদ্ধে। বংশীতলা যুদ্ধের পর বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে করিমপুরে আরেক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ওই যুদ্ধেও মুক্তিবাহিনী দুর্বাচারা থেকে তাদের মিশন শুরু করে। মুখোমুখি ওই যুদ্ধে শহীদ হন তৎকালীন রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ার্স কলেজের মেধাবী ছাত্র শহীদুল ইসলাম। তাকেও পরে দুর্বাচারা পাঁচ শহীদের পাশে সমাহিত করা হয়।

বংশীতলা যুদ্ধে শহীদ হন দুর্বাচারার কৃতী সন্তান তাজুল ইসলাম। তৎকালীন সময়ে অনার্স পড়ুয়া এ ছাত্র সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর হাতের হলুদ থাকা অবস্থাতেই ভারতে ট্রেনিংয়ে যান। সেখান থেকে এসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শহীদ তাজুলের বাবা করিম শেখ বলেন, তাজুল ছিল পরোপকারী। অন্যের উপকার করাই যেন ওর নেশা ছিল। দুঃসাহসী তাজু বংশীতলা যুদ্ধে একাই শায়েস্তা করেন এক পাক সেনাকে। ওর শক্তির কাছে হার মেনে শক্রুরা পেছন থেকে গুলি করে কাপুরুষের মতো ওকে হত্যা করে।

করিমপুর যুদ্ধে শহীদ হওয়া শহীদুল ইসলাম ছিলেন অত্র এলাকার সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। তৎকালীন সময়ে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ার্স কলেজে ইলেকট্রিক্যাল তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। বর্তমানে যা রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) নামে পরিচিত। উজানগ্রাম ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত ছলিম উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে শহীদুল ছিলেন অতি মেধাবী একজন ছাত্র। ওই সময়ে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে পাড়ি জমান রাজশাহী। কিন্তু দেশমাতৃকার প্রয়োজনে কলম ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেন দেশপ্রেমের হাতিয়ার। ৬ ডিসেম্বর অকুতভয় এ বীর পাক হানাদারদের নৃশংসতার শিকার হন।

পতাকা বিক্রি করেই আত্মতৃপ্তি মিরাজের

জাতীয় পতাকা বিক্রি করেই সংসার চলে মিরাজ উদ্দিনের। তবে এই ব্যাবসা সবসময়ের জন্য নয়। বছরের বিশেষ বিশেষ দিবসেই কেবল পতাকা নিয়ে বের হন দেশের বিভিন্ন জেলায়। পায়ে হেটে হেটে বিক্রি করেন এই পতাকা। তবে মানুষের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিেতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন তিনি।

আগামীকাল বিজয় দিবস। ডিসেম্বরের এই বিজয় দিবসকে সামনে রেখে তিনি মাসখানেক আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছেন পতাকা বিক্রি করতে।

বিজয় দিবসটিতে একটি বিশেষ মর্যাদা পায় জাতীয় পতাকা। সেই জাতীয় পতাকার যোগান দিতে নানা বয়সী মানুষের কাছে বিক্রি করেন বিভিন্ন সাইজের পতাকা।

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের বঙ্গবন্ধু ভাষ্কর্য চত্বরে দেখা মিললো পতাকা বিক্রেতা মিরাজের সাথে। তার পৃুরো নাম মিরাজ উদ্দিন। মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার চরকামারকান্দী এলাকার বাসিন্দা তিনি। পেশায় শ্রমিক হলেও বছরের বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবেস তিনি এই জাতীয় পতাকা বিক্রি করতে বের হন।

বাঁশের সঙ্গে বিভিন্ন সাইজের পাতাকা লাগিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। কাঁধে থাকে একটি ব্যাগ। এর মধ্যেই থাকে বিভিন্ন সাইজ ও মানের পতাকা। সাইজ ও মানভেদে এসব পতাকার দামেও রয়েছে ভিন্নতা। একটি জাতীয় পতাকা ২০ টাকা থেকে শুরু করে দুইশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে।

পতাকা কিনছিলেন বিপুল হোসেন নামের এক ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, বিজয় দিবসে আমার প্রতিষ্ঠানে নতুন পতাকা উত্তোলন করবো বলে দেড়শ টাকা দিয়ে একটা পতাকা কিনলাম। তাছাড়া পতাকা মানেই তো লাল সুবজের বাংলাদেশ।

তিনি বলেন, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের আগে একমাস দেশের

বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পতাকা বিক্রি করি।

এবার কুষ্টিয়া শহরের একটি আবাসিক হোটেলে আমি একটা রুমে উঠেছি। দৈনিক ২শ টাকা করে দিতে হয়। প্রতিদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় পায়ে হেটে হেটে এই পতাকা বিক্রি করি। এতে করে দিনশেষে ৪ থেকে ৫শ টাকা লাভ হয় বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, জাতীয় পতাকা বিক্রি করে আত্মতৃপ্তিতে আমার মন ভরে যায়।